তারিখ FEB 8 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

103

দৈনিক ইত্তেফাক

মেহেরপুরে আতংক ॥ স্কুল শিক্ষক কি এইডস গবেষক!

মেহেরপুর হইতে সংবাদদাতা ॥ এখানে রহস্যজনক এইডস আতঙ্কের এখনও নিরসন হয় নাই। সদর থানার আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর শরীরে কথিত এইডস জীবাণু ইঞ্জেকশনের সাহায্যে পুশ করিবার অভিযোগে গঠিত তিন সদস্যের মেডিক্যাল টীম গত শুক্রবার তাহাদের প্রাথমিক পরীক্ষার রিপোর্ট মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরে কোন ধরনের জীবাণু পাওয়া যায় নাই বলিয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে পূর্ণরূপে নিশ্চিত হইবার জন্য ঢাকার মহাখালী গবেষণাগারে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে। (৫ম পৃঃ দ্রঃ)

মেহেরপুরে আতংক

(৩য় পৃঃ পর)

উল্লেখ্য, ঐ স্কুলের শিক্ষক এনামুল হক মিন্টু এই কথিত জীবাণুযুক্ত ইঞ্জেকশন পুশ করিয়াছেন বলিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা জেলা প্রশাসক এবং শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট ৩১ জানুয়ারী লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। ইহার প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ বোরহান উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ মাহবুবুল আলম, মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রেজাউল হক এবং ডাঃ মিজানুর রহমান সমন্বয়ে একটি মেডিক্যাল টীম গঠন করা হয়।

একটি সূত্রে জানা গিয়াছে, স্থানীয়ভাবে সরকারী উদ্যোগে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা সম্পন্ন হইলেও মহাখালীতে পরীক্ষা করিতে ছাত্রপ্রতি দুই হাজার করিয়া টাকা লাগিবে। ইহার দায়িত্ব কে লইবে তাহা অনিশ্চিত। অভিভাবকরা বলিয়াছে, তাহারা গরীব। তাহারা চরম উদ্বেগ ও আতঙ্কের মধ্যে আছেন। এইদিকে অভিযুক্ত বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক এনামুলের সংগে যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা। আমি গ্রাম্য ষড়যন্ত্রের শিকার। স্কুল ম্যানেজিং কমিটিসহ ছোট্ট এই হিজুলী গ্রামটিতে একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের আধিক্য ও শক্তি অনেক বেশী'। তিনি আরো বলেন, 'গত ২৭ জানুয়ারী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সহিদুলকে একটি প্লাষ্টিকের সিরিঞ্জ দিয়া সহপাঠীদের শরীরে খোঁচা মারিতে দেখিয়া তাহাকে ধমকাইয়া তিনি সিরিঞ্জটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তীতে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভুলাইয়া তাহার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিয়া সুবিচার করিবার জন্য আমিও দাবি জানাইয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্বেও ইহারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।'

অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অভিযুক্ত শিক্ষক এনামুল হককে একই ইউনিয়নের বেলতলা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করিয়াছেন। জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, বাংলাদেশে যেখানে আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন এইডস রোগী আছে, সেখানে এই শিক্ষক এইড'এর এত জীবাণু কোথায় পাইলেন? কেনই, বা তিনি এই জীবাণু কোমলমতি শিশুদের শরীরে দিবেন?, তাহার মতো গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকের পক্ষে কি এইডস লইয়া গবেষণা করা সম্ভব। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের এইডস আতংকের গুরুত্বও কম নয়। সমগ্র বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করিয়া দেখা দরকার।